দুরের সকাল (ইউ ল্যাব স্কুলের ৫০ বছর পূর্তি)

আমার মনে নেই, আমার স্কুল জীবনের প্রথম দিনের কথা, তবে মনে আছে যে ১৯৬৬ সালের কোন এক দিন সকালে রাশিদা জামান আপা (উর্মির আম্মা) আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন এবং আমার মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা দেখতে পেয়ে ইউ ল্যাব'এ ভর্তি করেছিলেন। তার ঠিক এগারো বছর পর কাকতালীয় ভাবে আমার স্কুল জীবনের শেষ ক্লাস'টিও ছিল রাশিদা জামান আপার! এই এগারো বছরের মধ্যে আমার সুপ্ত প্রতিভা আর বিকশিত না হয়ে কোথায় যেন বিলীন হয়ে যায়?

আমাদের সাথে কে জি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল আমার অনেক বন্ধু যেমন; জামিল, মিজান, রেজা, আশরাফ, ইউনুস, রোমেল, সিদ্দিক, ইফতেখার, আমিনুর, রুমানা, উর্মি, সুমনা, তুলি এবং আরো অনেকে যাদের নাম এই মূহুর্তে মনে করতে পারছিনা বলে দূঃখিত। আমদের ক্লাস হতো আই, ই, আর এর এক তলায়। তখন আই, ই, আর এ অনেক মোটা মোটা এমেরিকান এডভাইসার ছিল, তারা শেভ্রলে গাড়ি করে আসা যাওয়া করতো। তাদের মধ্যে মিস্টার কফি ছিলেন সবচেয়ে হেভী! আমাকে কে একজন বলেছিল যে, মিস্টার কফি গাড়ি'তে বসলে গাড়ির চাকা ফেটে যাবে, তাই আমি আই, ই, আর এর পিছনে যেখানে তাদের গাড়ি র্পাক করা থাকতে সে দিকে তীর্থের কাকের মত তাকিয়ে থাকতাম, চাকা ফাটার সেই বিরল দৃশ্য দেখার জন্য।

নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা আপা ছিলেন আমাদের প্রিন্সিপাল। খুবই ভাল, কিন্তু আমরা উনাকে ভয় পেতাম। আরো ছিলেন সাদেক স্যার, রউফ স্যার, নুরুদ্দীন স্যার, বেলাল বেগ স্যার (পরর্বতীটে টি ভি প্রযোজক), আদম আলী স্যার, তাহের স্যার, ভৌমিক স্যার আর নজরুল ইসলাম মন্ডল স্যার। গানের আপা (মেঘলার আম্মা) আর রাশিদা জামান আপা' তো ছিলেনই। এই বেলাল বেগ স্যারের আশীর্বাদে আমিও টি ভি'তে গিয়েছিলাম স্কুলের কিছু ছাত্রের সাথে কোন এক অনুষ্ঠানে আংশগ্রহন করতে। লাকি মি! আর মনে মনে ভাবতাম সত্যজিত রায় আমদের টিচার হলে কতো ভালো হতো!

তখন সবেমাত্র মহসীন হল ও জিন্নাহ (সূর্যসেন) হল মাটির নীচ থেকে মাথা তুলতে শুরু করেছে। আমারা প্রতিদিন সকালে উল্কা'(ঢাকা চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেইন) কে বিদায় দিয়ে, রেল লাইনের উপর রাখা তামার এক পয়সা কে বড় করার পর, লাইন পার হয়ে কাটাবনের ঘোড়ার ঘরের ঘোড়া দেখার পর স্কুলে এসে পৌছতাম। তখন ছিল পাকিস্তান

আমল। আমরা পাক সার জামিন সাদ এর পর পাকিস্তান জিন্দাবাদ গান তারস্বরে গাইতাম আর ভৌমিক স্যারের কমান্ড অনুযায়ী এক দো তিন চার এর সঙ্গে সঙ্গে পিটি করতাম।

আই, ই, আর বিল্ডিং'এর নিচে অনেক কুকুর থাকতো আর আই, ই, আর বিল্ডিয়ের তিন তলার শেষ প্রান্তে ছিল এক কঙ্কাল, যা প্রতিদিন একবার না দেখলে পেটের ভাত হজম হত না! আমরা আই, ই,আর এর ক্যান্টিন থেকে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সাথে সমুচা আর চপ কিনে খেতাম। সব মিলিয়ে আই, ই, আর ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। ৬৯ এর গন-অভূথ্যান আমরা চোখের সামনে দেখেছি। আরও দেখেছি প্রজেক্টারে 'মুনার ল্যান্ডিং"!৭০ সালেএ দিকে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়; এহসান, সাব্বু, রবিন এবং আরো কিছু বন্ধু।

নতুন দেশ আর নতুন বিল্ডিংঃ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি স্কুলে আসি নাই। র্মাচ পর্যন্ত কয়েক দিন বাদে। ১৯৭১ সালের ২৫ শে র্মাচ রাত্রে বব্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের প্রিয় সাদেক স্যার'কে গুলি করে হত্যা করে। সাদেক স্যার'এর কবর ব্রিটিশ কাউন্সিলের পাসের ইউনিভার্সিটি কোর্য়াটারের গেটের পাশে অবস্থিত।

১৯৭১ দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে স্কুলে এসে দেখি এক 'এলাহী ব্যাপার'। আই, ই, আর এর এসেম্বলী হলে ইন্ডীয়ান আর্মি হাজার হাজার অস্ত্র রেখেছে, মাইন, এস, এল, আর, এমনকি মেশিন গান! আর মহসীন হলের মাঠে পরিত্যাক্ত পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক। আমরা টিফিনের সময় ট্যাংকে উঠতাম! এর মধ্যে সিদ্ধান্ত হলে আমদের স্কুল আই, ই, আর থেকে নতুন বিল্ডিং'এ মুভ করবে। আমরা সবাই আমদের চেয়ারগুলি নিয়ে নতুন বিল্ডিং'এ মুভ করলাম। ।

এমন সময় আসলো শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংবাদ, আমরা সবাই 'অটো প্রমোশন' পেয়ে ক্লাস সিক্সে উঠে যাবো পরীক্ষা ছাড়া। আমরা সমস্বরে চিৎকার দিলাম, 'জয় বাংলা' বলে। মনে হলো, এই জন্যই তো দেশ স্বাধীন করেছি, স্বাধীনতার সুফল আমদের কাছে অলরেডী পৌছতে শুরু করেছে।১৯৭২ সালে আমাদের স্কুলে প্রথম এবং শেষ বারের মত স্কুল সংসদ নিব্বাচন হয়! ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ছাত্ররা ভোটার হওয়ার সুবাদে আমরা স্কুল সংসদে ভোট দিলাম। এই সময় স্কুলে দুই শিফট চালু হয় আর অনেক নতুন ছাত্র যোগ দেয়। যাদের মধ্য ফুজায়েল-জুনায়েদ, যীশু, মনসুর, ইকরার, জিয়া, লিটু, জেসমিন, সাঈদা, বেবী (সেরনিয়াবাত) অন্যতম। বেবী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টে শহীদ হয়।। নতুন শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন, মনসুর স্যার, অনুপ স্যার, মোল্লা স্যার আর হাকিম স্যার। মোল্লা স্যারের বেতের ভয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও আমি ইসলামিয়াত এর বদলে র্অথনীতি নিলাম।

এই নতুন ছাত্রদের মধ্যে ফুজায়েল জুনায়েদ ছিল জমজ ভাই। ফুজায়েল'এর নাম আমরা কেউই ঠিকমত বলতে পারতাম না। ফুজায়েল খুব ক্লাস কামাই করতো এবং বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতো আর আমিও তার সানিধ্যে এসে ক্লাসে যাওয়া এক রকম বন্ধই করে দিলাম ক্লাস সেভেন থেকে! এইভাবে ক্লাস কামাই'এর মধ্য দিয়ে, 'ক্লাসফ্রেন্ড' এই ফুজায়েল, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড'এ পরিনত হয়।

আমাদের মেয়ে বন্ধুরাঃ মেয়ে সহপাঠিদের মধ্যে রুমানা, জেসমীন খুবই ভালো আর কাইন্ড হিসাবে পরিচিত ছিলে। আমরা পিকনিকে রুমানাদের গ্রামের বাড়ি টাইপ একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। দুই শিফট চালু হওয়ার পর আস্তে আস্তে আমদের সাথে ক্লাসের মেয়েদের কেমন জানি একটা দুরত্ব হয়ে যায়। শুধুমাত্র পিকনিক এর দিন সবাই খুউব ফ্রেন্ডলী হত! ঢাকা ইউনিভার্সিটির এবং ঢাকা শহরের অনেক বড় বড় পান্ডা আমদের ক্লাসের কয়েকটা মেয়েকে খুউব পছন্দ করতো এবং তাদের সাথে কথা বলার জন্য আমাদেরকেও খুব খাতির করতো! মহসীন হলে সাত খুনের ঘটনার সাথে জড়িত একজন সন্ত্রাসী আমাকে আর মিজান'কে খুবই খাতির করতো! ক্লাস এইট নাইনে থাকা অবস্থায় আমারা সেই সন্ত্রাসীর সুবাদে আর্টস ফ্যাকাল্টি'তে আর টি, এস, সি তে তাদের সাথে আড্ডা দিতাম!

মজার ঘটনাঃ অংক পরীক্ষার সময় প্রশ্ন ছিলো, ১২ টি আমের দাম ১৮ টাকা হইলে, ৫ টি আমের দাম কত? আমদের ক্লাসের রেজা পরে স্যারের কাছে কমপ্লেইন করল, স্যার আপনে ক্লাসে আনারস দিয়ে শিখিয়েছেন, আম দিয়ে শিখান নাই!

আর মিজান, ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রাক্টিকালের সময় এক্সটারনাল প্রশ্ন করলো, 'একটি উভচর প্রানীর নাম বলো, মিজান বললো ব্যাং, এক্সটারনাল আরেকটি উদাহরন চাইলে, মিজান উত্তর দিল, 'আরেকটি ব্যাং'! শুনে রাগে দুঃখে বায়োলজী'র প্রিয় সাদেকুন নাহার আপা মিজান'কে বলেছিল, "মিজান, তোমার উন্নতি হচ্ছে মূলার মত"। যখনই এই কথা মনে হয়, তখন আমরা সব বন্ধুরা হাসতে হাসতে মরে যাই। এখনও মনে হয়, যদি আর একবার ফিরে যাওয়া যেত সেই দুরের সকালে!

নাজমুল আহসান শেখ' ১৯৭৭ ব্যাচ, victory1971@gmail.com